দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...13 SEP 1996
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

বিদেশে পড়াশুনা

প্রতারিত হচ্ছেন অনেকেই

দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার বর্তমান তরুণ প্রজন্ম। অথচ সহজ-সরল এই তরুণসমাজ আজ প্রতারিত হচ্ছে দেশে বিদেশে সর্বত্র। দেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানের দৈন্যদশা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সীমিত আসন প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর পড়াশুনার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় অজানা-অচেনা বিভিন্ন দেশে। তারুণ্যের নবাবী মন, বিদেশের মাটি, নতুন পরিবেশ অন্যরকম এক অনুভূতি নিয়ে তারা বিদেশে গমন করে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর অধিকাংশই হয় প্রতারণার শিকার। সীমিত কিছু শিক্ষার্থী ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীই নিজ খরচে বিদেশে পড়াশুনা করতে যায়। এদেশের বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ছাড়াও আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, সাইপ্রাস, সিংগাপুর, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশে পড়াশুনা করতে যাচ্ছে। পত্রিকার পাতা উল্টালেই দেখা যায় কিছু মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশে পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য- সহযোগিতার কথা বলে ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। আর সরলপ্রাণ শিক্ষার্থীরা এদের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়েই প্রথম প্রতারণার ফাঁদে পা বাড়ায় নিজের অজান্তে। বিদেশে পড়াশুনার জন্য যেতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র, যাকে বলা হয় অনাপত্তিপত্র বা এনওসি। এটা শিক্ষামন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কারো দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান এই এনওসি নকল করে প্রচুর টাকার বিনিময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করে। এভাবে ভুয়া ও জাল কাগজপত্র এবং এনওসি-র ভিত্তিতে এইসব প্রতিষ্ঠান লুফে নিচ্ছে প্রচুর টাকা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের নিকট হতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, এনওসি-র অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতেই ন্যস্ত. অন্যকোন মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় না। কিন্তু ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে দেখা যায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন মিডিয়া সেন্টার। এই প্রতারণার ব্যবসার পসরা তারা পেতে বসেছে সবার চোখের সামনেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এইসব প্রতিষ্ঠান মোটা অংকের টাকা নিয়ে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে। এছাড়া বাংলাদেশে যে সমস্ত দেশের হাইকমিশন বা দূতাবাস নেই; অথচ এমন দেশেও এইসব প্রতিষ্ঠান যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করে। এর ফলে একজন ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক সময় দেখা গেছে উক্ত দেশে ঐ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কথা বলা হয়েছিল তা নেই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই একজন শিক্ষার্থী মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়াশুনার প্রতি সৃষ্টি হয় অনীহা, হারিয়ে ফেলে জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এভাবে সে একদিন জীবিকার তাগিদে নেমে পড়ে পড়াশুনাকে পাশ কাটিয়ে নিজের অজান্তে। কোন ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে পড়াশুনার জন্য যেতে ইচ্ছুক হলে তার প্রধান কাজ হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে এনওসি সংগ্রহ করা। অতঃপর সংশ্লিষ্ট দেশের হাইকমিশন বা দূতাবাসের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা। কোন মাধ্যম বা মিডিয়া দ্বারা নয়। কারণ অধিকাংশ দেশের দূতাবাসে শিক্ষা সংক্রান্ত একটা আলাদা বিভাগ রয়েছে, যাদের কাজ হলো শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা করা। এই বিভাগে সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম এবং ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। একজন শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলেই এই বিভাগগুলোতে যোগাযোগ করে নিজে নিজেই ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। এর জন্য কোন মিডিয়া সেন্টারের দরকার হয় না। সামান্য চেষ্টার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী প্রতারকদের হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। এড়াতে পারে শিক্ষাজীবনের অবাঞ্ছিত ঝুঁকি। বাংলাদেশ হতে প্রতিবছর প্রচুর ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করতে পাড়ি জমায় বিদেশে; এতে করে দেশ হতে শুধু মেধা পাচারই হচ্ছে না, দেশকে প্রতিবছর ব্যয় করতে হচ্ছে বৈদেশিক অর্থ যা রোধ করতে না পারলে জাতি একদিন মেধাশূন্য হয়ে পড়বে বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা। কারণ এদের কেউ ফিরে, কেউ ফিরে না।

❑ মেহেদী হাসান জাকির